৪৫। সরকারের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা।— সরকার [১][ধারা ৪৩ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক] প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা অথবা বোর্ড কর্তৃক ধারা ৪৩ এর অধীন অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে কোন জরিমানা বৃদ্ধিকরণ অথবা কোন অর্থদন্ড আরোপকরণ বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ কোন কর প্রদানে বাধ্যকরণের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে যদি উক্ত আবেদন উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে পেশ করা হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে সরকার যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী যথেষ্ট কারণবশতঃ উপরি-উক্ত চার মাস মেয়াদের মধ্যে আবেদন পেশ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে সরকার আবেদনকারীকে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী চার মাসের মধ্যে আবেদন পেশ করার অনুমতি দিতে পারিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য [২][বাজেয়াপ্তকরণের] কোন আদেশ বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ বা কোন অর্থদন্ড আরোপের কোন আদেশ বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বির" দ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌসুলী বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

---

[১]। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ আইন) এর ধারা ৮(১০) বলে "ধারা ৪২ বা ধারা ৪৩ এর অধীন বোর্ড বা কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক" শব্দগুলির ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২]। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮৯ বলে "বাজেয়াপ্তিকরণের" শব্দের পরিবর্তে "বাজেয়াপ্তকরণের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।